ইউনিট ২

শিক্ষা মূল্যায়ন ও উদ্দেশ্য

[Educational Evaluation and Behavioural Objectives]

ভূমিকা

শিক্ষা মূল্যায়নে উদ্দেশ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় এর রয়েছে অপরিসীম ভূমিকা। মূল্যায়নে উদ্দেশ্যের ভূমিকা নিয়ে অনেক মতবিরোধও আছে। তবে এ মতবিরোধের প্রধান কারণ উদ্দেশ্য বিষয়ক কিছু পদ ও সেগুলোর অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তি। এসব পদ হলো **চাহিদা** (need), **লক্ষ্য** (goals), **আচরণিক লক্ষ্য** (behavioural goals), **শিখনফল** (learning outcomes), **উদ্দেশ্য** (objectives), **আচরণিক উদ্দেশ্য** (behavioural objectives) ইত্যাদি। কিছু কিছু শিক্ষাবিদ এদের মধ্যে সামান্য অর্থগত পার্থক্য দেখিয়ে এদের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। এই বিভ্রান্তি নিবারণের জন্য আমরা এ ইউনিটে aims ও goals একই অর্থে অর্থাৎ **লক্ষ্য** অর্থে ব্যবহার করব। 'লক্ষ্য' পদটিকে আমরা ব্যাপক অর্থে ও বিস্তৃত পরিধিতে ব্যবহার করব এবং 'উদ্দেশ্য' পদটিকে কিছুটা বিশদ কিন্তু সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করব। উদ্দেশ্যের বিবৃতি থাকবে অ-আচরণিক (non-behavioural) ক্রিয়াপদের মাধ্যমে। এসব ক্রিয়াপদ হতে পারে **বুঝতে পারা, মূল্য বিচার করা, জ্ঞান অর্জন করা, অনুধাবন করা** ইত্যাদি।

আমরা 'বিশেষ উদ্দেশ্য' (specific objective) ও 'আচরণিক উদ্দেশ্য' (behavioural objective) কে একই অর্থে ব্যবহার করব। এদের বিবৃতি হবে আচরণিক ক্রিয়াপদের মাধ্যমে যেমন **লিখতে পারা, বলতে পারা, পড়তে পারা, সনাক্ত করা, বর্ণনা করা, আঁকা, ব্যাখ্যা করা** ইত্যাদির মাধ্যমে।

কোন শিখন অভিজ্ঞতা লাভের ফলে শিক্ষার্থীর যে আচরণগত পরিবর্তন ঘটেছে বা যে ফল লাভ হয়েছে বা হবে তাকে বলা হয় **শিখন ফল** এবং শিখন অভিজ্ঞতা প্রদানের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণে কি প্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটতে পারে তার বিবৃতিকে আমরা বলব **আচরণিক উদ্দেশ্য।**

আমরা প্রথমেই বলেছি শিখন প্রক্রিয়ায় ও শিক্ষা মূল্যায়নে উদ্দেশ্যের ভূমিকা অপরিসীম। সঠিকভাবে বিবৃত হলে উদ্দেশ্য শিক্ষণ-শিখনের গাইড (নির্দেশনা দানকারী) হিসেবে কাজ করে, অন্যান্যদের নিকট শিক্ষণের অভিপ্রায়কে পৌঁছে দেয় বা বিনিময় করে এবং শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য গাইড লাইন দিয়ে থাকে। সুতরাং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া ও মূল্যায়নে উদ্দেশ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আমরা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আচরণিক উদ্দেশ্য, এগুলো লেখার নিয়ম, উদ্দেশ্যের ডোমেইন, বিভিন্ন ডোমেইনে উদ্দেশ্য লেখা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব।

পাঠ - ১ মূল্যায়ন ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পাঠ - ২ উদ্দেশ্যের উৎস
পাঠ - ৩ সাধারণ উদ্দেশ্য লিখন
পাঠ - ৪ শিখন উদ্দেশ্যের ডোমেইন
পাঠ - ৫ শিখন উদ্দেশ্য ঃ জ্ঞানগত ক্ষেত্র
পাঠ - ৬ আবেগিক ক্ষেত্র
পাঠ - ৭ মনোপেশীজ ক্ষেত্র

পাঠ ১

মূল্যায়ন ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

[Evaluation : Aims and Objectives]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিতে পারবেন
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন
- উদ্দেশ্যের উৎসসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন
- উদ্দেশ্য কেন বিবৃত করা প্রয়োজন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

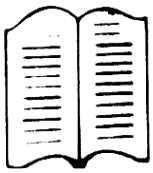

আপনার আমার সকলেরই জীবনের লক্ষ্য থাকে। অনুরূপভাবে, প্রত্যেক দেশেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট কতগুলো লক্ষ্য থাকে। প্রথমে দেখা যাক, শিক্ষণ-শিখনের বেলায় আমরা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলতে কি বুঝি?

শিক্ষার লক্ষ্য

কোন কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য শিক্ষার যে সাধারণ গন্তব্য বা অভিপ্রায় (purpose) ব্যাপকভাবে বিবৃত থাকে এবং যার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ফল লাভ হয় তাকে বলা হয় **শিক্ষার লক্ষ্য।** প্রাথমিকভাবে পলিসি তৈরি ও সাধারণ প্রোগ্রাম/কর্মসূচি পরিকল্পনায় লক্ষ্য ব্যবহৃত হয়। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায়ই বিভিন্ন লক্ষ্য থাকে। এগুলো হতে পারে শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক বিকাশ, বৃত্তিমূলক বিকাশ, সর্বমুখী বিকাশ ইত্যাদি। শ্রেণী শিক্ষকের পক্ষে এসব লক্ষ্য অর্জন বা বাস্তবায়ন অসম্ভব। এসব লক্ষ্য অর্জন শিক্ষার্থীর সার্বিক শিক্ষা প্রোগ্রামের সাথে জড়িত যা শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর ব্যাপ্তি শিশুর গৃহ এমনকি পথেঘাটেও বিস্তৃত। স্কুল প্রোগ্রাম সমগ্র শিক্ষা প্রোগ্রামের একটি অংশমাত্র, যদিও স্কুল প্রোগ্রাম শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরিহার্য(vital) ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, কখনও এসময় হতে পারে কারো কারো জন্য তার সারাজীবন, সেক্ষেত্রে স্কুল জীবনতো মাত্র কয়েক বছরের।

স্বাভাবিকভাবে আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগবে, তাহলে স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের কি অর্জনে সহায়তা করে?

এ ব্যবস্থা শিক্ষার লক্ষ্যের অংশবিশেষ অর্জনে সহায়তা করে। এ অংশ বিশেষকে বলা যেতে পারে উদ্দেশ্য (objective)।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, উদ্দেশ্য লক্ষ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। লক্ষ্য হলো ব্যাপক, উদ্দেশ্য লক্ষ্যের চেয়ে কিছুটা সংকীর্ণ, সুনির্দিষ্ট। স্কুল প্রোগ্রামের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব না হলেও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। আমরা আগেই বলেছি উদ্দেশ্য লক্ষ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং লক্ষ্য থেকেই উদ্দেশ্য জন্মলাভ করে। শ্রেণী শিক্ষক স্কুল প্রোগ্রাম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বেলায় সবসময়ই উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখেন। এবারের প্রশ্নটি হবে, উদ্দেশ্য বলতে কি বোঝায়?

আর, এন, প্যাটেল-এর ভাষায়,

> *"An objective is a point or an end view of the possible achievement in terms of what a student is to be able to do when the whole educational system is directed towards educational aims". (Patel, 1989)*

এ সংজ্ঞাটির ভাবার্থ এরকম হতে পারে, শিক্ষার লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত কোন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থার শেষে শিক্ষার্থী কি করতে সক্ষম হবে সে - সম্ভাব্য কৃতিত্বের বিন্দুটি বা শেষ দৃশ্যই (end-view) হলো উদ্দেশ্য।

অন্য কথায় বলা যায়, উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কৃতিত্বের সেই বিন্দু বা লক্ষ্যস্থল যা শিক্ষার্থী শিক্ষার লক্ষ্য অভিমুখে পরিচালিত কোন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থার সমাপ্তি পর্বে অর্জন করতে সক্ষম হবে।

চিত্রের সাহায্যে শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে লক্ষ্য ও অন্যান্য অংশের সম্পর্ক এভাবে দেখানো যেতে পারে,

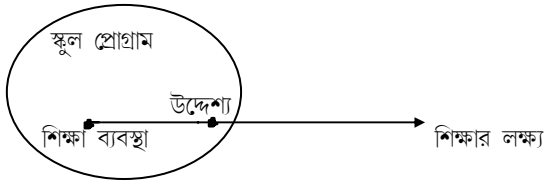

চিত্র - ২-১.১ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক

দেখা যাচ্ছে, কোন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য রূপায়ণে শিক্ষার্থী কতটুকু সক্ষম হবে তার সুনির্দিষ্টকরণকে উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের জন্য এবার নিচের তুলনাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের তুলনা

ছক ২-১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের তুলনা

লক্ষ্য	উদ্দেশ্য
1. লক্ষ্য হলো শিক্ষার গতিপথ। লক্ষ্য ব্যতীত শিক্ষা প্রত্যাশিত অভিমুখে বা গতিপথে অগ্রসর হতে পারে না।	1. উদ্দেশ্য শিক্ষার প্রত্যাশিত অভিমুখ বা গতিপথের দিকে অর্জিত কৃতিত্ব বিন্দু। এটি সম্ভাব্য কৃতিত্বের প্রান্ত-দৃষ্টি (end view)।
2. স্কুল প্রোগ্রাম দ্বারা লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় না।	2. স্কুল প্রোগ্রামের মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব।
3. লক্ষ্য শ্রেণীকক্ষে বা শ্রেণীকক্ষের বাইরে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার গতিপথ। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য লক্ষ্য বিভিন্ন হয় না, একই থাকে।	3. বিভিন্ন বিষয়ের জন্য উদ্দেশ্য বিভিন্ন হতে পারে। বিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য ও ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য এক নয়। গণিত ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য এক নয়।
4. উদ্দেশ্যের উৎস হলো লক্ষ্য, লক্ষ্য থেকে উদ্দেশ্য আসে।	4. উদ্দেশ্য অর্জন দ্বারা ধাপে ধাপে লক্ষ্য অর্জিত হয়। উদ্দেশ্য অর্জন থেকেই বোঝা যায় শিক্ষার পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া লক্ষ্য অভিমুখী আছে কি না?
5. লক্ষ্য ব্যাপক ও বিস্তৃত হওয়ায় শিক্ষার যথোপযুক্ত বিষয়বস্তু নির্বাচনে খুব একটা সহায়ক হয় না।	5. উদ্দেশ্য শিক্ষার যথোপযুক্ত বিষয়বস্তু নির্বাচনে সহায়ক হয়। এছাড়াও উদ্দেশ্য শিক্ষককে তার দৈনিন্দন কার্যাবলী নির্বাচনে সহায়তা করে।
6. লক্ষ্য ব্যাপক ও বিস্তৃত হওয়ায় শ্রেণী শিক্ষকের দৈনিন্দন শিক্ষণ কার্যে খুব একটা সহায়ক হয় না।	6. উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট হওয়ায় শ্রেণী শিক্ষককে দৈনিন্দন শিক্ষণ কার্যে সহায়তা করে এবং তার নিকট অর্থবহ হয়।
7. লক্ষ্যের উদাহরণ • আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের বিকাশ সাধন। • সুনাগরিক সৃষ্টি করা।	7. উদ্দেশ্যের উদাহরণ • শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। • প্রতিবেশী দেশসমূহের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা

	লাভ করবে।

এই আলোচনা থেকে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য বুঝতে পেরেছেন।

উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্যকে আমরা আবার দুইভাগে ভাগ করি ঃ

- **সাধারণ উদ্দেশ্য** (general objectives) ও
- **বিশেষ** (specific) বা **আচরণিক উদ্দেশ্য** (behavioral objectives)।

সাধারণ উদ্দেশ্য

যে উদ্দেশ্য শিক্ষার বিস্তৃত গন্তব্য বা লক্ষ্যকে নির্দেশ করে তাকে সাধারণ উদ্দেশ্য বলা হয়। শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এরা শিক্ষার ব্যাপক লক্ষ্যকে সমাজের চাহিদা ও প্রত্যাশার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে।

ফসল সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবে

কোন ভূগোল শিক্ষক ভূগোল পাঠের একটি উদ্দেশ্য লিখলেন ঃ এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা ''বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবে।''

এই উদ্দেশ্যটি খুবই ব্যাপক। অর্থাৎ এটি একটি সাধারণ উদ্দেশ্য। সাধারণ উদ্দেশ্য থেকেই (বিশেষ বা) আচরণিক উদ্দেশ্য লেখা হয়। শিক্ষাক্রম বা কারিকুলামে কি কি আচরণিক উদ্দেশ্য অন্তর্ভূক্ত করতে হবে সাধারণ উদ্দেশ্য তার নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

আপনাদের মনে নিশ্চয়ই এরকম একটি প্রশ্ন জেগেছে ঃ আচরণিক উদ্দেশ্য কি?

আচরণিক উদ্দেশ্য

যে উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর বিকাশকে পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য পদে সুনির্দিষ্ট করে তাই আচরণিক উদ্দেশ্য।

বিশেষ উদ্দেশ্য বা আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিক্ষণ উদ্দেশ্য হলো কোন নির্দিষ্ট ইউনিট পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কি করতে সক্ষম হবে (যেমন কোন কিছু লিখতে পারা, ছবি আঁকতে পারা, বর্ণনা করতে পারা ইত্যাদি) তার বর্ণনা বা বিবৃতি। অন্য কথায়, **কোন ইউনিট পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কি করতে সক্ষম হবে তার বর্ণনা যে বিবৃতিতে থাকে তাকে বিশেষ উদ্দেশ্য বা আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিক্ষণ উদ্দেশ্য বলে।** এ ধরনের উদ্দেশ্যের উদাহরণ হলো ঃ

উদাহরণ

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা -

নাম উল্লেখ করা
বর্ণনা করা
এলাকা চিহ্নিত করা

তালিকা তৈরি করা

- বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের নাম উল্লেখ করতে পারবে।
- কোন অর্থকরী ফসল কোন এলাকায় ভালো জন্মায় তা বর্ণনা করতে পারবে।
- বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসলের এলাকা চিহ্নিত করতে পারবে।
- কি কি অর্থকরী ফসল বিদেশে রপ্তানি হয় তার তালিকা তৈরি করতে পারবে।

শিক্ষণ উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয় শর্ত হলো, শিক্ষার্থীর শিখনের সুনির্দিষ্টকরণ অবশ্যই হতে হবে পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য আচরণের মাধ্যমে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। কোন্‌টি বেশী ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়?
   ক. উদ্দেশ্য
   খ. লক্ষ্য
   গ. আচরণিক উদ্দেশ্য
   ঘ. শিক্ষণ উদ্দেশ্য

২। শিক্ষণ উদ্দেশ্য কোনটির ভিত্তিতে লেখা হয়?
   ক. লক্ষ্য
   খ. সাধারণ উদ্দেশ্য
   গ. বিষয়বস্তু
   ঘ. সিলেবাস

৩। লক্ষ্য সাধারণত কি কাজে সহায়ক হয়?
   ক. পলিসি তৈরিকরণ
   খ. আচরণিক উদ্দেশ্য লেখা
   গ. শ্রেণী শিক্ষণ কার্য পরিচালনা
   ঘ. শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন

৪। কোনটি আচরণিক উদ্দেশ্যের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য? (এর বিবৃতি শিক্ষার্থীর যে আচরণের মাধ্যমে হবে তা অবশ্যই হবে)
   ক. চাক্ষুষ ও পর্যবেক্ষণযোগ্য
   খ. পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য
   গ. পরিমাপযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট
   ঘ. নির্দিষ্ট ও পর্যবেক্ষণযোগ্য

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ক, ৩। ক, ৪। খ

পাঠ ২ *উদ্দেশ্যের উৎস*

[Sources of Objectives]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষার উদ্দেশ্যের মূল উৎস সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- যে সব লিখিত উৎস থেকে শিক্ষার উদ্দেশ্য পাওয়া যেতে পারে সেগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবেন
- যে সব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যথোপযুক্ত উদ্দেশ্য নির্বাচন করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

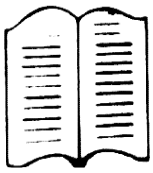

শিক্ষার উদ্দেশ্য বিভিন্ন রকমের হলেও এরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বটে। শিক্ষার উদ্দেশ্য তৈরির সময় শিক্ষকগণ বড় রকম সমস্যায় পড়েন। কিসের ভিত্তিতে তারা এই উদ্দেশ্য তৈরি করবেন বা এসব উদ্দেশ্যের উৎস কি হতে পারে? নিচে উদ্দেশ্যের প্রধান উৎস বা ভিত্তি বর্ণনা করা হল।

জাতীয় জীবন দর্শন

প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব একটা দর্শন থাকে। শিক্ষার প্রধান ও প্রথম উৎস হল জাতীয় জীবনের দর্শন, এই দর্শন শিক্ষা দর্শনের উপর প্রভাব ফেলে। জাতীয় জীবনের দর্শন যদি পরিবর্তিত হয় তা হলে শিক্ষার দর্শন এবং উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হয়। পাকিস্তান আমলে আমাদের শিক্ষার যে দর্শন ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে সে দর্শন পরিবর্তিত হয়েছে। এমন কি বাংলাদেশেও স্বাধীনতার পর পর যে ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয় দর্শন ছিল এবং শিক্ষার দর্শনেও তার যে প্রতিফলন ছিল পরবর্তীতে এই জাতীয় দর্শন পরিবর্তিত হয়েছে ফলে, শিক্ষার দর্শনও পরিবর্তিত হয়েছে।

জাতির চাহিদা

যে কোন জাতির চাহিদা শিক্ষার উদ্দেশ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। চাহিদা পরিবর্তিত হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে পুনর্বাসন ও উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে (এই প্রয়োজন এখনও রয়েছে) এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা দেশকে উন্নত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই ১৯৭৪ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে (যা কুদরত-ই-খুদা কমিশন নামে পরিচিত) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

দেশের সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক কাঠামো ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

কোন জাতির সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক নির্দেশ (order) ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শিক্ষার উদ্দেশ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। উন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্য তাই পৃথক। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্যের চেয়ে তাই পৃথক।

শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা

যাদের শিক্ষিত করতে হবে সে সব শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা শিক্ষার উদ্দেশ্যের অন্যতম উৎস। শিশুর বিকাশের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। বিভিন্ন স্তরে শিশুর মনস্তত্ত্ব ও চাহিদা পৃথক। বিভিন্ন স্তর ও বয়সের শিশুদের জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য পৃথক হতে হবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য তৈরির সময় উপরোক্ত উৎস ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে শিক্ষক যদি প্রস্তুতকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যের তালিকা পেতে চান তাহলে তিনি নিচের উৎসগুলি অনুসন্ধান করতে পারেন ঃ

১. শিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ক পুস্তক

শিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ক অধিকাংশ পুস্তকে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা থাকে। শিক্ষার বিভিন্ন রকম উদ্দেশ্যের উদাহরণও সেখানে দেয়া থাকে। এছাড়া এসব পুস্তকে উদ্দেশ্যের উৎসের যে রেফারেন্স দেয়া থাকে তা থেকে উদ্দেশ্য চয়ন করা যায়।

২. শিক্ষাক্রম রিপোর্ট

জাতীয় শিক্ষাক্রম রিপোর্টে বিভিন্ন স্তরের বা বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করা থাকে। এই রিপোর্ট থেকে শিক্ষক শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্বাচন করে নিতে পারেন।

৩. শিক্ষা বিষয়ক সংগঠন

শিক্ষা বিষয়ক সংগঠন তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে অনেক সময় শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে থাকেন।

৪. অভীক্ষা ম্যানুয়েল (Test Manual)

যে কোন অভীক্ষা তৈরির সময় শিক্ষার উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে তা তৈরি হয়। অভীক্ষা ম্যানুয়েলে সাধারণতঃ অভীক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার উদ্দেশ্যও বর্ণিত থাকে।

এ পর্যন্ত আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য তৈরির উৎস এবং শিক্ষায় উদ্দেশ্য পাবার লিখিত উৎসসমূহ নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আমরা দেখব কি কি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যথোপযুক্ত উদ্দেশ্য নির্বাচন করা হয়।

উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্য সমূহ

কিছু বই, পুস্তক এবং শিক্ষাক্রম রিপোর্ট ইত্যাদিতে অনেক উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ থাকে। উদ্দেশ্যের উৎসসমূহকে যথোপযুক্ত উদ্দেশ্য নির্বাচনের জন্য এদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে হয়। উদ্দেশ্যের এসব বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ -

১. কোর্সের সকল গুরুত্বপূর্ণ শিখন ফল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না?

সব সময়ই দেখা যায় উদ্দেশ্য নির্বাচনের বেলায় সাধারণতঃ জ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশ্য বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অধিকাংশ সময়ই বোধগম্যতা বা ধীশক্তি, চিন্তন দক্ষতা (thinking skill) ও দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক উদ্দেশ্যগুলো বিবেচনা করা হয় না। শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিবেশ থেকে নেয়া উদ্দেশ্যগুলোকেও অনেক সময় এড়িয়ে যাওয়া হয়। উদ্দেশ্য নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বা শিক্ষা ফল বাদ না যায়।

২. উদ্দেশ্যগুলো শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না?

শিক্ষক প্রণীত উদ্দেশ্যগুলো অবশ্যই বিদ্যালয়ের সাধারণ লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

৩. উদ্দেশ্যগুলো শিখন নীতিমালার (Principles of Learning) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না?

উদ্দেশ্য যেহেতু শিখন অভিজ্ঞতার প্রত্যাশিত ফলকে নির্দেশ করে, তাই একে শিখন নীতিমালার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে হতে হবে (ক) শিক্ষার্থীর বয়স ও পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত; (খ) শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আশ্রয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত; (গ) সবচেয়ে স্থায়ী শিখনফলকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম; (ঘ) হরেক রকম সুনির্দিষ্ট অবস্থায় সাধারণভাবে প্রয়োগযোগ্য শিখনফলকে অন্তর্ভূক্ত কারী।

৪. উদ্দেশ্যগুলো শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, সময় ও প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার সাথে বাস্তব সম্মত কি না?

অনেক সময় খুব চমৎকার উদ্দেশ্য নির্বাচন করা হলেও শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, তার জন্য বরাদ্দকৃত সময় এবং প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে সেগুলো অর্জন করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় না। সুতরাং উদ্দেশ্যের ব্যাপক তালিকা তৈরি না করে সীমিত সংখ্যক সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত বা বর্ণিত এবং অর্জনযোগ্য উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করা উচিত।

এই পাঠে আমরা শিক্ষার লক্ষ্যের উৎস এবং উদ্দেশ্য নির্বাচনের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করলাম।

উদ্দেশ্যের উৎস

এবার সংক্ষেপে দেখা যাক, শিক্ষার উদ্দেশ্য তৈরির উৎসগুলো কি কি?
প্রথমে সঠিক উত্তর থেকে রাখুন এবং নিচের ফাঁকা অংশে আপনার উত্তরগুলো লিখুন। পরে বাম দিকের সঠিক উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

- জাতীয় দর্শন
- জাতির চাহিদা
- দেশের সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
- শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা

লক্ষ্যণীয় বিষয়

উদ্দেশ্য নির্বাচনের সময় দেখতে হবে ঃ

- উদ্দেশ্যগুলো কোর্সের সকল শিখন ফল অন্তর্ভুক্ত করেছে কি না?
- শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না?
- সুস্থ শিখন-নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না?
- শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, সময় ও প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার সাথে বাস্তব সম্মত কি না?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। কোন দেশের শিক্ষায় উদ্দেশ্যের প্রথমত প্রধান উৎস কোনটি? ঐ দেশের -

ক. জাতির চাহিদা
খ. জাতীয় দর্শন
গ. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
ঘ. অর্থনৈতিক কাঠামো

২। যেসব লিখিত উৎস থেকে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্বাচন করা হয়, সেসব উৎসের মধ্যে আমাদের দেশে কোন্‌টি সহজেই পাওয়া যায়?

ক. শিক্ষাক্রম প্রতিবেদন
খ. শিক্ষক ম্যানুয়েল
গ. অভীক্ষা ম্যানুয়েল
ঘ. শিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ক পুস্তক

৩। শিক্ষার উদ্দেশ্য তৈরির সময় শিক্ষার্থীর কোন বিষয়টি উৎস হিসাবে কাজ করে?

ক. পূর্ব অভিজ্ঞতা
খ. বয়স ও শ্রেণী
গ. মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা
ঘ. অর্থনৈতিক চাহিদা

৪। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্বাচনের সময় উদ্দেশ্যের কোন বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় আনতে হয়?

ক. এতে শিক্ষণ ত্বরান্বিত হবে কি না?
খ. শিক্ষণ সাধারণ লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না?
গ. শিক্ষণ-শিখন কার্য সহজ হবে কি না?
ঘ. শিশুর চাহিদা পূরণে সক্ষম কি না?

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। খ, ৩। গ, ৪। খ

পাঠ ৩ *সাধারণ উদ্দেশ্য লিখন*

[Construction of General Objectives]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- সাধারণ উদ্দেশ্য লেখার রীতি বর্ণনা করতে পারবেন
- সাধারণ উদ্দেশ্য লেখার সময় কি কি ত্রুটি হতে পারে তার উদাহরণ দিতে পারবেন
- সাধারণ উদ্দেশ্য লেখার নিয়ম উল্লেখ করতে পারবেন
- আচরণিক উদ্দেশ্য লেখার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।

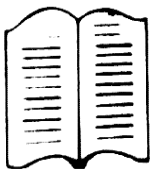

এর আগের পাঠে আমরা সাধারণ উদ্দেশ্য ও বিশেষ বা আচরণিক উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা এও আলোচনা করেছি যে, শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য আচরণের মূল্যায়ন করে আচরণিক উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমেই ধাপে ধাপে সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

আচরণিক উদ্দেশ্য সংজ্ঞায়িত ও বিবৃত করার প্রথম ধাপটি হল শিক্ষণের ফলে যে সাধারণ শিখন ফল প্রত্যাশা করা হচ্ছে তার সাধারণ বর্ণনা। কাজটি আপনাদের কাছে হয়ত সহজ মনে হতে পারে কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষক এ কাজটি করতে প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হন। এর কারণ হলো, তারা শিখনফলকে ফোকাসে না এনে বা শিখনফলকে গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়া এবং বিষয়বস্তুকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

শিক্ষকগণ সাধারণতার (generality) সন্তোষজনক পর্যায় বা স্তর পর্যন্ত উদ্দেশ্যকে বিবৃত বা বর্ণনা করতে সক্ষম হন না।

সাধারণ উদ্দেশ্যের ত্রুটিসমূহ

এই পাঠের শুরুতে আমরা দেখব সাধারণ উদ্দেশ্য বিবৃতকরণে কি কি ত্রুটি হতে পারে।

১। অধিকাংশ শিক্ষক **শিক্ষার্থীর সম্পাদিত কাজের মাধ্যমে** বর্ণনা না করে **শিক্ষকের সম্পাদিত কাজের মাধ্যমে** সাধারণ উদ্দেশ্য বর্ণনা করে থাকেন। যেমন -

শিখন ফল নয়
শিখন ফল

- পঠন-যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
- প্রদত্ত পাঠের সার-সংক্ষেপ তৈরি করা।

এই দুইটি উদ্দেশ্যের প্রথমটি শিক্ষকের কাজ বা শিক্ষক কি করবেন তার বর্ণনা। এটি কোন শিখন ফল নয়। দ্বিতীয়টি হলো শিক্ষার্থী কি করতে সক্ষম হবে তার বর্ণনা। ''প্রদত্ত পাঠের সার-সংক্ষেপ তৈরি করা'' এটি একটি শিখনফল এবং এটি শিক্ষার্থীর কাজ। এই কাজটি শিক্ষার্থীরা করতে পারলে আমরা বুঝতে পারব শিখন ফলটি অর্জিত হয়েছে। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য লিখতে হবে শিক্ষার্থীর কি করতে সক্ষম হবে তার ভিত্তিতে শিক্ষক কি করতে সক্ষম হবেন তার ভিত্তিতে নয়। অনেক সময় সাধারণ উদ্দেশ্যের বিবৃতিতে প্রত্যাশিত ফল বা শিখনফলের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় না। সাধারণ উদ্দেশ্যের বিবৃতিতে অবশ্যই সুস্পষ্ট শিখনফল থাকতে হবে।

২। সাধারণ উদ্দেশ্য লেখার আর একটি সম্ভাব্য ত্রুটি হলো, উদ্দেশ্যকে শিখনফলের মাধ্যমে বিবৃত না করে শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবৃত করা। নিচের উদ্দেশ্য দুটি লক্ষ্য করুন -

- মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।
- নতুন অবস্থায় বিভিন্ন কাজে মূলনীতির ব্যবহার।

প্রথমটিতে জ্ঞান লাভ করার (শিখন প্রক্রিয়ার) ব্যাপারটি রয়েছে কিন্তু জ্ঞান লাভের ফলে শিক্ষার্থী কি করতে সক্ষম হবে তার বর্ণনা নেই, দ্বিতীয়টিতে তা রয়েছে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি সঠিক। লাভ করা, অর্জন করা, বিকাশ ঘটানো ইত্যাদি দ্বারা উদ্দেশ্য লেখা হলে তা শিখন ফলকে ফোকাস না করে শিখন প্রক্রিয়াকে ফোকাস করে।

এবার নিচের উদ্দেশ্যটি লক্ষ্য করুন -

উদাহরণ

৩। আবহাওয়া মানচিত্রের সংকেতগুলো শিখবে।
শিক্ষার্থী কি শিখবে তা এখানে বলা আছে কিন্তু শেখার ফলে কি করতে সক্ষম হবে (শিখন ফল) তা বলা নেই। এর ফলে নিচের যে কোনটি শিখন ফল হতে পারে ঃ

সংকেত সনাক্ত করা
মানচিত্র ব্যাখ্যা করা
মানচিত্র তৈরি করা

- আবহাওয়া মানচিত্রের সংকেতগুলো সনাক্ত করা।
- সংকেত অনুসারে আবহাওয়া মানচিত্র ব্যাখ্যা করা।
- সংকেত ব্যবহার করে আবহাওয়া মানচিত্র তৈরি করা।

৪। নিচের দুইটি লক্ষ্য করুন,
প্রশ্ন ঃ সাধারণ উদ্দেশ্য লেখার সময় একজন শিক্ষক এভাবে দুইটি উদ্দেশ্য লিখলেন, কোনটি সঠিক?

- জরিপের নীতিসমূহ
- মৌলিক নীতিসমূহ বুঝতে পারা

উত্তর ঃ এখানে দ্বিতীয় বিবৃতিটি সঠিক, প্রথমটি বিষয়বস্তুর বর্ণনা ছাড়া আর কিছু নয়। শিক্ষার্থী কি করতে পারবে তার কোন উল্লেখ প্রথম বিবৃতিতে নেই।

একের অধিক উদ্দেশ্য

৫। অনেকে একই উদ্দেশ্যের মধ্যে দুইটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু, সাধারণ উদ্দেশ্য লেখার বেলায় কোন উদ্দেশ্যে দ্বারা দুটি বিষয় এক সাথে বিবৃত করা ঠিক নয়। নিচের উদাহরণটির মত করে সাধারণ উদ্দেশ্য লেখা সমীচীন নয় ঃ

প্রথম	দ্বিতীয়
জানতে	প্রয়োগ করতে

‘তড়িতের মূলনীতি জানতে ও তার প্রয়োগ করতে পারবে’।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে সাধারণ উদ্দেশ্য লেখার নীতিমালাগুলো আমরা নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করতে পারি।

শিখন ফলকে নিম্নোক্ত বিষয়ের ভিত্তিতে বিবৃত করবেন না -

- **শিক্ষকের কাজ** (যেমন, শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন পদের অর্থ শিক্ষা দেয়া)
- **শিখন প্রক্রিয়া** (যেমন - শিক্ষার্থীরা পদসমূহের অর্থ শিখবে।)
- **কোর্সের বিষয়বস্তু** (শিক্ষার্থীরা জ্যামিতিক চিত্র পাঠ করবে)
- **দুটি উদ্দেশ্য একসাথে** (যেমন, শিক্ষার্থীরা জানতে ও বুঝতে পারবে)

বিশেষ উদাহরণ

শিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীর কাজের মাধ্যমে বর্ণনা করুন। যেমন ঃ

- শব্দের অর্থ বলতে পারবে
- শব্দের সংজ্ঞা সনাক্ত করতে পারবে
- বর্ণনার জন্য উপযুক্ত শব্দকে সনাক্ত করতে পারবে
- শব্দের সমার্থক শব্দ সনাক্ত করতে পারবে
- ছবির সাথে শব্দ মিলাতে পারবে (যেমন, কোণ এর প্রকারভেদ)

সাধারণ উদ্দেশ্য লেখার নিয়ম

সাধারণ শিক্ষণ উদ্দেশ্য লেখার নিয়মাবলী —

- প্রতিটি সাধারণ উদ্দেশ্যকে প্রত্যাশিত শিখনফল (যেমন শিক্ষার্থীর প্রান্তিক কাজ) হিসেবে বিবৃত করুন।
- প্রত্যেকটি সাধারণ উদ্দেশ্য একটি ক্রিয়াপদ (যেমন, জানা, প্রয়োগ করা, ব্যাখ্যা করা) দিয়ে শুরু করুন।
- মাত্র একটি সাধারণ শিখনফল প্রত্যেকটি সাধারণ উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন।
- প্রত্যেকটি সাধারণ উদ্দেশ্য সঠিক সাধারণতার (generality) স্তরে বিবৃত করুন।
- প্রত্যেকটি সাধারণ উদ্দেশ্যকে পর্যাপ্তভাবে বিষয়-সূচি মুক্ত রাখুন যাতে শিক্ষার বিভিন্ন এককে এটি ব্যবহার করা যায়।
- যতটুকু সম্ভব একটি উদ্দেশ্যের সংগে যেন অপরটির উপরিপাতন (overlap) না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।

আচরণিক উদ্দেশ্য লেখার নিয়ম

বিশেষ শিখন ফল বিবৃত করা বা আচরণিক উদ্দেশ্য বা বিশেষ শিক্ষণ উদ্দেশ্য লেখার নিয়ম ঃ

- প্রত্যেকটি সাধারণ শিক্ষণ উদ্দেশ্যের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল বিশেষ শিখনফল এমনভাবে লিখুন যাতে শিক্ষার্থীরা যে প্রান্তিক শিখন ফল প্রদর্শন করবে তার বর্ণনা এতে থাকে।
- প্রত্যেক বিশেষ শিখন উদ্দেশ্য এমন একটি ক্রিয়াপদ (যেমন, সনাক্তকরণ, বর্ণনা দান) দিয়ে শুরু করুন যা শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা সুনির্দিষ্ট করে।
- প্রত্যেকটি বিশেষ শিখন ফল যেন সাধারণ উদ্দেশ্যের প্রাসঙ্গিক হয়।
- শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পর্যাপ্তভাবে বর্ণনার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক শিখন ফল অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- বিশেষ শিখন ফলকে বিষয়সূচি থেকে পর্যাপ্তভাবে মুক্ত রাখুন যাতে ইহা বিভিন্ন শিক্ষার এককের (unit) সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। উদ্দেশ্য বর্ণনা বা বিবৃত করতে হবে কোনটির ভিত্তিতে?
   ক. শিক্ষক কি করতে সক্ষম হবে
   খ. শিক্ষার্থী কি করতে সক্ষম হবে
   গ. শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
   ঘ. শিক্ষণের বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে

২। শিখনফল বা শিখন উদ্দেশ্য বিবৃত করার সময় একটি শিখন উদ্দেশ্যে কয়টি শিখনফল উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়?
   ক. একটি
   খ. দুইটি
   গ. তিনটি
   ঘ. একটিও না

৩। বিশেষ শিখন উদ্দেশ্যে বা আচরণিক উদ্দেশ্য দ্বারা শিক্ষার্থীর কোন যোগ্যতা সুনির্দিষ্ট করা হয়?
   ক. প্রারম্ভিক
   খ. মধ্যপার্বিক
   গ. প্রান্তিক
   ঘ. ফরমেটিভ

৪। কোন ক্রিয়াপদ দিয়ে সাধারণ উদ্দেশ্য লেখা যায়?
   ক. জানা
   খ. সনাক্ত করা
   গ. তালিকা তৈরি করা
   ঘ. বলতে পারা

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ক, ৩। গ, ৪। ক

পাঠ ৪ *শিখন উদ্দেশ্যের ডোমেইন*

[Domains of Learning Objectives]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিখন উদ্দেশ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র বা ডোমেইন উল্লেখ করতে পারবেন
- উদ্দেশ্যকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন ভাগ করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

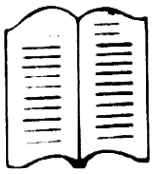

আমরা জানি, শিখন হল শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন। শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটতে পারে তিনটি ক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটে তার আচরণের পরিবর্তন ঘটতে পারে; তার দক্ষতার পরিবর্তন ঘটে তার আচরণের পরিবর্তন ঘটতে পারে। এছাড়াও, তার দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে তার আচরণের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং বলা যায় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সঠিকভাবে পরিমাপ ও মূল্যায়নের জন্য আমাদের তাই শিখন ও শিক্ষণ উদ্দেশ্যগুলিকে তিনটি শ্রেণী বা ক্ষেত্রে ভাগ করতে হয়। সম্ভাব্য সকল শিখন উদ্দেশ্যকে সাধারণত এই তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই তিনটি হল -

শিখন উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রসমূহ

1. **জ্ঞানগত ক্ষেত্র** (Cognitive Domain)
2. **আবেগিক ক্ষেত্র** (Affective Domain)
3. **মনোপেশীজ ক্ষেত্র** (Psychomotor Domain)

এবার আমরা উদ্দেশ্যের এই তিনটি ক্ষেত্রকে ব্যাখ্যা করব।

প্রথমে দেখা যাক, জ্ঞাণগত ক্ষেত্র বা জ্ঞানবিষয়ক ক্ষেত্র বলতে কি বোঝায়। এই ক্ষেত্রটি চিন্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং বুদ্ধিভিত্তিক (intellectual) প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। একে তাই **বুদ্ধিগম্য ক্ষেত্রও** বলা হয়।

জ্ঞানকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়, জ্ঞান এবং বুদ্ধিভিত্তিক সামর্থ্য (intellectual abilities) ও দক্ষতা (skill)।

এ সম্পর্কে পরের পাঠগুলোতে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হলো, **আবেগিক ক্ষেত্র বা অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র।** এটি কোন শিক্ষার্থীর আবেগ বা অনুভব (feeling) বা অনুভূতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে **দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব, আগ্রহ, বিচারকরণ ও খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা।**

এই ক্ষেত্রটিও পরবর্তী পাঠসমূহে বিস্তারিত আলোচিত হবে।

তৃতীয় ক্ষেত্রটি হলো, **মনোপেশীজ ক্ষেত্র।** এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মন ও পেশী একসাথে কাজ করে। এটি হাতে কলমে কোন কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। **একে সাধারণভাবে বলা হয় দক্ষতা।**

এই ক্ষেত্রটি সম্পর্কে পরবর্তী পাঠসমূহে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

কারণসমূহ

এই পর্যন্ত আমরা উদ্দেশ্যের তিন ধরণের ক্ষেত্র বা ডোমেইন নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আসুন, আমরা দেখি উদ্দেশ্যকে কি কারণে এই তিনটি ক্ষেত্র বা ডোমেইনে ভাগ করা হয়।

কারণগুলো হলো —

1. শিক্ষক, শিক্ষাক্রম, কর্মী ও বিশেষজ্ঞ এবং অভীক্ষণ বিশেষজ্ঞদের শিক্ষণের লক্ষ্যের প্রকৃতি ও পরিধিকে অধিক কার্যকরভাবে বিচার করতে সক্ষম করতে।
2. শিক্ষার্থীদের আরও কার্যকরভাবে শিখন অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন করতে কাজে সহায়তা করতে।
3. বর্তমান শিক্ষাক্রমের লক্ষ্যকে ব্যাপক সম্ভাব্য ফলের সাথে তুলনা করতে।
4. লক্ষ্য ও ফলের মধ্যে ব্যাপকতার বর্ণালী (spectrum) বিকাশের সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি করতে।
5. কোন একসেট শিখন অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত আচরণকে শ্রেণীকরণ করতে।

ডোমেইনগুলির পারস্পরিক নির্ভরতা

পারস্পরিক নির্ভরতা

উদ্দেশ্যসমূহকে তিনটি ডোমেইনে ভাগ করা হলেও আসলে এরা পরস্পর এত নির্ভরশীল যে, এদের সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায় না। আধুনিক আচরণ বিজ্ঞান থেকে জানা যায় যে, মানুষ অনুভব না করে কোন কিছু চিন্তা করতে পারে না বা কোন আচরণ করতে পারে না। কোন একটি শ্রেণীর বা ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য অপর দুটি ক্ষেত্র বা শ্রেণীর উদ্দেশ্যের উপাংশকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারে না। জ্ঞান বিষয়ক ও আবেগিক প্রক্রিয়া পরস্পর নির্ভরশীল এবং প্রকৃতপক্ষে মানব শিখনে (human learning) কোন অবস্থায় এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। উদ্দেশ্যের জ্ঞানগত ক্ষেত্র কোনটির সাথে সম্পর্কযুক্ত?
- ক. দৈহিক পরিশ্রম
- খ. চিন্তন প্রক্রিয়া
- গ. অনুভব ক্ষমতা
- ঘ. পেশীজ শক্তি

২। মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভব ও কোন কিছু প্রশংসা করা ক্ষমতা কোন ক্ষেত্রটির অন্তর্ভুক্ত?
- ক. জ্ঞানমূলক
- খ. চিন্তামূলক
- গ. আবেগিক
- ঘ. মনোপেশীজ

৩। পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, টাইপ করা, গাড়ি চালানো কোন ক্ষেত্রটির অন্তর্ভুক্ত?
- ক. জ্ঞানমূলক
- খ. মনোপেশীজ
- গ. আবেগিক
- ঘ. চিন্তাবিষয়ক

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। গ, ৩। খ

পাঠ ৫

শিখন উদ্দেশ্য ঃ জ্ঞানগত ক্ষেত্র

[Learning Objectives : Cognitive Domain]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- জ্ঞানগত ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জ্ঞানগত উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞানগত উদ্দেশ্য লিখতে পারবেন।

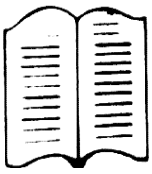

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা উদ্দেশ্যের তিন ধরনের ক্ষেত্র বা ডোমেইনের কথা বলেছি। এগুলো হলো **জ্ঞানগত ক্ষেত্র, আবেগিক ক্ষেত্র ও মনোপেশীজ ক্ষেত্র।** এই পাঠে আমরা জ্ঞানগত ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আমরা জানি যে, জ্ঞানগত ক্ষেত্র যে সব উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলো চিন্তন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কোন কিছু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও সমস্যা সমাধানজাতীয় উদ্দেশ্য এই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। বেনজামিন ব্লুম (Benjamin Bloom) প্রমূখ Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I, Cognitive Domain (1956) এ বলেন যে,

"The cognitive domain includes those objectives which deal with the recall or recognition of knowledge and the development of intellectual abilities and skills)".

উপরোক্ত বাক্যটির ভাবার্থ করলে এরকম দাঁড়ায়, যেসব শিক্ষণ উদ্দেশ্য জ্ঞানগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত সেগুলো জ্ঞানের স্মরণ (recall) বা চেনা বা সনাক্তকরণ (recognition) এবং বুদ্ধিভিত্তিক সামর্থ্য ও দক্ষতার বিকাশকে তাদের বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে।

জ্ঞানগত ক্ষেত্রের শ্রেণীবিভাগ

জ্ঞানগত বা জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রে প্রধানতঃ ছয় রকমের উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যগুলো এদের অর্জনের নিমিত্তে সম্পাদিত কাজের জটিলতার ভিত্তিতে প্রাধান্য পরম্পরায় বিন্যস্ত থাকে। এছাড়া, এগুলোকে সরল থেকে জটিল আচরণের এবং মূর্ত থেকে বিমূর্ত আচরণের ভিত্তিতে সাজানো থাকে। এই ছয়টি শ্রেণী আবার কয়েকটি করে উপশ্রেণীতে বিভক্ত। এই পাঠে আমরা সংক্ষেপে জ্ঞানগত ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করব।

জ্ঞানগত ক্ষেত্রের ছয়টি শ্রেণীর মধ্যে একটি হল জ্ঞান এর অন্তর্ভূক্ত; অপর পাঁচটি হলো বুদ্ধিভিত্তিক সামর্থ্য ও দক্ষতার অন্তর্ভূক্ত।

১. জ্ঞান

এর মধ্যে থাকে সুনির্দিষ্ট বা সর্বজনীন কোন কিছুর স্মরণ, কোন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া বা কোন প্যাটার্ন, কাঠামো বা সেটিং এর স্মরণ বা মনে করা। এতে থাকে,

ক. কোন ঘটনা বা পরিভাষা বা পদ সম্পর্কিত জ্ঞান।

খ. কোন নীতি, গতি ও ধারাবাহিকতা, শ্রেণীকরণ বা বিভাগকরণ, কোন বৈশিষ্ট্য, পদ্ধতিবিদ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান।

গ. তত্ত্ব ও কাঠামোর নীতি ও সাধারণীকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান।

উদাহরণ

ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞান ক্ষেত্রের শিখন উদ্দেশ্যকে নিম্নোক্ত ভাবে লিখা যায়।
এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা -

ছবি সনাক্ত করা
মডেল সনাক্ত করা

- বুদ্ধের ছবি বা পোট্রেট চিনতে পারবে বা সনাক্ত করতে পারবে।
- পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের মডেল ও নমুনা সনাক্ত করতে পারবে।

২. বোধগম্যতা

উদাহরণ

শিখন উদ্দেশ্য

কারণ দর্শানো
উপাত্ত সংগ্রহ করা

ধীশক্তির বা বোধশক্তির সর্বনিম্ন স্তর। এর অন্তর্ভূক্ত থাকে অনুবাদ(translation) ও সংব্যাখ্যান (interpretation) বা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা।
ইতিহাস বিষয়ে এই ধরণের উদ্দেশ্যের উদাহরণ হতে পারে ,
এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা -

- পানিপথের যুদ্ধে মারাঠার পরাজয়ের কারণ দর্শাতে পারবে
- মানচিত্র দেয়া থাকলে তা থেকে উপাত্ত (data) নোটবুকে টুকে নিতে পারবে।

৩. প্রয়োগ (Application)

উদাহরণ

শিখন উদ্দেশ্য

ভবিষ্যদ্বাণী করা

কোন ধারণার বিমূর্তরূপের নির্দিষ্ট ও মূর্ত অবস্থায় ব্যবহার বা অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার।

এই ধরণের উদ্দেশ্যের উদাহরণ হলো,
এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা -

- শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে

৪. বিশ্লেষণ (Analysis)

উদাহরণ

শিখন উদ্দেশ্য

যুদ্ধ বিশ্লেষণ করা
পতন বিশ্লেষণ করা
উত্থান বিশ্লেষণ করা

কোন উপাদানের বিশ্লেষণ, সম্পর্ক ও পাতিষ্ঠানিক নীতি এর অন্তর্ভূক্ত।
এই ধরণের উদ্দেশ্যের উদাহরণ ইতিহাস পাঠ থেকে নেয়া হবে ঃ
এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা -

- ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিশ্লেষণ করতে পারবে
- মোঘল সাম্রাজ্যের পতন বিশ্লেষণ করতে পারবে
- ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান বিশ্লেষণ করতে পারবে

৫. সংশ্লেষণ (Synthesis)

উদাহরণ

শিখন উদ্দেশ্য

পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরি করা

উপাদান বা অংশকে একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরি করা। এরকম উদ্দেশ্যের উদাহরণ হলো -
এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা এই প্রসঙ্গে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে যে ,

- যৌথ পরিবার উত্তম ছিল
- প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে যৌথ পরিবার উত্তম ছিল তা যাচাই করতে পারবে

৬. মূল্যায়ন (Evaluation)

উদাহরণ

শিখন উদ্দেশ্য

সিদ্ধান্তের পর্যাপ্ততা বিচার করা
সঙ্গতি বিচার করা
শিল্পকলার মান যাচাই করা

কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য ব্যবহৃত সামগ্রী বা পদ্ধতির বিচারকরণ জ্ঞানের মূল্যায়নের অন্তর্ভূক্ত। একে মূল্যবিচারও বলা যেতে পারে। এ রকম উদ্দেশ্যের উদাহরণ হলো ঃ

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা,

- আবহাওয়ার উপাত্তের ভিত্তিতে নেয়া সিদ্ধান্তের পর্যাপ্ততা বিচার করতে পারবে
- দুটি রচনার মধ্যে সঙ্গতি আছে কিনা তা বিচার করতে পারবে
- কোন বহিস্থঃ আদর্শ বা standard এর ভিত্তিতে কোন শিল্পকলার মান যাচাই করতে পারবে

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

অ) বহু নির্বাচন প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। 'শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধে বাঙালীদের জয়ের কারণ দর্শাতে পারবে''- এটি জ্ঞানগত ক্ষেত্রের কোন শ্রেণীর উদ্দেশ্য?

ক. জ্ঞান
খ. বোধগম্যতা
গ. প্রয়োগ
ঘ. মূল্যায়ন

২। 'একক পরিবারের চেয়ে যৌথ পরিবার উত্তম-এর যৌক্তিকতা উপস্থাপন করতে পারবে'' - এটি কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত?

ক. জ্ঞান
খ. বোধগম্যতা
গ. প্রয়োগ
ঘ. মূল্যায়ন

৩। কোনটি জ্ঞানগত ডোমেইনের অন্তর্ভুক্ত?

ক. মানসিক সামর্থ্য ও দক্ষতা
খ. আবেগিক সামর্থ্য ও জ্ঞান
গ. হাতে কলমে কাজ করার যোগ্যতা
ঘ. কোন কিছুর মূল্য বিচার

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। গ, ৩। ক

পাঠ ৬ আবেগিক ক্ষেত্র

[Affective Domain]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- আবেগিক ক্ষেত্র কোন ধরনের উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- আবেগিক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য লিখতে পারবেন।

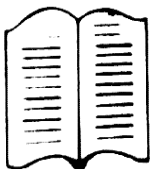

শিখনের সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব, তার আবেগ, অনুভূতি, প্রশংসা করার ক্ষমতা এবং যথাযথ গুণ বিচারকরণ ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ ধরনের আচরণগত পরিবর্তন পরিমাপ করতে হলে প্রথমেই আবেগিক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য তৈরি করে নিতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন আবেগিক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলোর বৈশিষ্ট্য কি বা কোন ধরনের শিক্ষণ উদ্দেশ্যকে আবেগিক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য বলা হয়।

আবেগিক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যসমূহ দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, আগ্রহ ও যথোচিত গুণ বিচারকরণ ক্ষমতার পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে বা এদের বিষয়বস্তু হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

ক্রাথোল (Krathwohl), ব্লুম (Bloom) ও মারিয়া (Maria) Taxonomy of Educational Objectives, Handbook II : The Affective Domain (1964) এ বলেন যে,

> *"The affective domain includes those objectives which are concerned with changes in interest, attitude and values and the development of appreciation and adjustment".*

অর্থাৎ আবেগিক ক্ষেত্র আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং যাথাযথ গুণ বিচার ও খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতার বিকাশ সম্পর্কিত উদ্দেশ্যসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

শ্রেণীবিভাগ

আবেগিক ক্ষেত্রকে প্রাধান্য অনুসারে চারটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়। এই উপবিভাগগুলো হলো-

১. গ্রহণ করা (Reception)

এর অর্থ হলো শিক্ষার্থীরা কোন ঘটনা বা প্রতিভাস (phenomenon) ও উদ্দীপকের প্রতি সংবেদনশীল। এর নির্বাচিত আবেগ সম্পর্কে সচেতনতা ও নির্বাচিত আবেগ গ্রহণে আগ্রহ এর অন্তর্ভুক্ত।

২. সাড়া প্রদান (Response)

এটি কোন প্রতিভাস বা ঘটনাকে সাধারণভাবে গ্রহণ করার চেয়ে আরেক ধাপ উপরে। এখানে সক্রিয়ভাবে মনোনিবেশ করা বোঝায়। এর অন্তর্ভুক্ত হলো গ্রহণ করা, ইচ্ছা বা সাড়া প্রদর্শন করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

৩. মূল্য বিচার করা (Appreciation)

কোন মূল্যবোধকে গ্রহণ, কোন মূল্যবোধের প্রতি বিশেষ টান, ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. সংগঠন (Organisation)

কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক মূল্যবোধ প্রাসঙ্গিক হয়। এক্ষেত্রে এই মূল্যবোধকে সংগঠিত করে কিভাবে সিস্টেম বা ব্যবস্থায় পরিণত করা যায় এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি করে নির্ণয় করা যায় তা অন্তর্ভূক্ত থাকে। কোন্ মূল্যবোধ প্রভাবশালী বা পরিব্যাপক তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এটি কোন মূল্যবোধের ধারণা বা কোন মূল্যবোধ ব্যবস্থার সংগঠন বোঝায়।

আবেগিক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যের উদাহরণ হলো —

উদাহরণ

শিখন উদ্দেশ্য

দেশপ্রেম প্রদর্শন করা
গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস করা
প্রচলিত রীতিকে সম্মান করা
অন্যের মতামতের মর্যাদা দেওয়া
বিখ্যাত ব্যক্তিদের দুর্বলতাকে অপছন্দ করা
সংস্কৃতির গুণগত বিচার করা
সামাজিক, রাজতৈনিক, ধর্মীয় নীতির গুণ বিচার করা

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

- সুস্থ দেশপ্রেম প্রদর্শন করবে।
- গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস করতে পারবে।
- প্রচলিত রীতিকে সম্মান করতে পারবে।
- অন্যের মতামতের মর্যাদা দিতে পারবে।
- বিখ্যাত ব্যক্তিদের দুর্বলতাকে অপছন্দ করবে।
- উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতির গুণগত বিচার করতে পারবে।
- বিখ্যাত ব্যক্তিদের অনুসৃত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নীতির গুণ বিচার করতে পারবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৬

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ কোন ডোমেইনের অন্তর্ভুক্ত?

ক. জ্ঞানগত
খ. মনোপেশীজ
গ. আবেগিক
ঘ. উপলব্ধি

২। কোনটি আবেগিক ডোমেইনের অন্তর্ভুক্ত?
এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা —

ক. অন্যের মতামতের মর্যাদা দিবে
খ. ফুলের বিভিন্ন অংশ সনাক্ত করতে পারবে
গ. দেশ প্রেমের সংজ্ঞা দিতে পারবে
ঘ. দৃষ্টিভঙ্গির স্কেল তৈরি করতে পারবে

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ক

পাঠ ৭

মনোপেশীজ ক্ষেত্র

[Psychomotor Domain]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য উপশ্রেণীতে ভাগ করতে পারবেন
- মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য লিখতে সক্ষম হবেন।

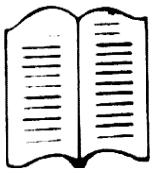

আমরা এই ইউনিটের প্রথম দিকে বলেছি যে, মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য সম্পাদিত কাজ কোন কিছু করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই কোন কিছু করা মানে হাতে-কলমে করা, যেখানে দৈহিক পরিশ্রম জড়িত। সাধারণভাবে একে বলা যায় দক্ষতা।

> *" The psychomotor domain includes those objectives which deal with manual and motor skill".* [অর্থাৎ যেসব উদ্দেশ্য দৈহিক ও মোটর **(motor)** দক্ষতাকে তাদের বিষয়বস্তু হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলো মনোপেশীজ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।]

মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাপক ও বোধগম্যতার পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ কাজ হয় নি, তা সত্ত্বেও সিমসন (১৯৬৬) ও কিলবার প্রমুখ (১৯৭০) কিছু ধারাবাহিক শ্রেণীকরণ শুরু করেছিলেন। দাওয়ে (Dr. R.H. Dave) অনুমিত সিদ্ধান্ত বা অনুকল্পের (hypothesis) আকারে মনোপেশীজ ক্ষেত্রের শ্রেণীবিভাগ প্রস্তাব করেন। বিভিন্ন পেশীজ কর্মের সমন্বয়ের ধারণার উপর ভিত্তি করে এই শ্রেণীবিভাগ প্রস্তাব করা যায়। যেসব আচরণ পেশীজ ক্রিয়া (muscular action) বা কর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং যার জন্য স্নায়ুপেশীজ (neuro-muscular) সমন্বয় প্রয়োজন তাদেরকে এই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই ক্ষেত্রের উপবিভাগগুলো হলো -

উপবিভাগ সমূহ

1. **নকলকরণ (imitation)**- কোন ক্রিয়া বা সম্পাদিত কাজের নকলকরণ (imitation)।
2. **নিপুণতার সাথে পরিচালনা (manipulation)** - কোন ক্রিয়া বা কার্যকে নিপুণভাবে পরিচালনা করা; বিভিন্ন গতি বা চলনের কাজের ধরণ পৃথকীকরণ করে তা থেকে যথোপযুক্তটি নির্বাচন।
3. **সঠিকতা (precision)** - কোন কাজ পুনরুৎপাদনে বা পুনরায় সম্পন্ন করতে সঠিকতা বা নির্ভূলতা। কোন সম্পাদিত কাজে সঠিকতা, অনুপাত ও যথাযথতা এর অন্তর্ভুক্ত।
4. **সমন্বয়সাধন (articulation)** - বিভিন্ন কাজকে গ্রন্থিত বা সংযোজন করা। বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন, ধারাবাহিকতা ও সৌহার্দ্য আনয়নের দক্ষতা এর অন্তর্ভুক্ত।
5. **বিকীকরণ (naturalization) বা স্বভাবীভবন** - ন্যূনতম মানসিক শক্তি ব্যয়ে কোন কাজ সম্পাদনের নিপুণতা বা কুশলতার সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করা এর অন্তর্ভুক্ত। এটি এমনই স্বয়ংক্রিয় বা স্বাভাবিকভাবে হয় যে, অবচেতন ভাবেই কাজটি হয়ে যায়। অর্থাৎ দক্ষতাটি স্বভাবের অংশ হয়ে যায়।

এখন দেখা যাক, মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য কিভাবে লেখা যায়।

মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলোকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যায় (ইতিহাস বিষয় থেকে লেখা উদ্দেশ্য) -

উদাহরণ

শিখন উদ্দেশ্য

রাজত্বের ব্যপ্তি নির্ণয়
মডেল তৈরি করা
যন্ত্রপাতির নমুনা তৈরি করা
যন্ত্রপাতির চিত্র অংকন করা
মানচিত্র এঁকে দেখানো
তথ্যের প্রতীক পাই চার্ট দ্বারা উপস্থাপন করা
প্রসিদ্ধ স্থানগুলো চিহ্নিত করা

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

ক) চার্ট বা সময় তালিকা পাঠ করে সম্রাট অশোকের রাজত্বের ব্যাপ্তি নির্ণয় করতে পারবে
খ) দূর্গ বা পিরামিডের মডেল তৈরি করতে পারবে
গ) নতুন প্রস্তর যুগ ও পুরাতন প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতির নমুনা তৈরি করতে পারবে
ঘ) প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতির চিত্র অংকন করতে পারবে
ঙ) মোঘল সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি মানচিত্রে এঁকে দেখাতে পারবে
চ) পাই চার্ট দ্বারা তথ্যের প্রতীকরূপ উপস্থাপন করতে পারবে
ছ) মানচিত্রে ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলো চিহ্নিত করতে পারবে

প্রশিক্ষণার্থী, এবার আপনি নিজ নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের একটি অধ্যায় থেকে যে কোন একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠের উপযোগী অন্ততপক্ষে দশটি শিখন উদ্দেশ্য লিখুন যেগুলো মনোপেশীজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

১. ----------

২. ----------

৩. ----------

৪. ----------

৫. ----------

৬. ----------

৭. ----------

৮. ----------

৯. ----------

১০. ----------

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৭

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। কোনটি মনোপেশীজ ডোমেইনের অন্তর্ভুক্ত?

ক. স্বভাবীভবন
খ. মূল্যবিচার
গ. বর্ণনাকরণ
ঘ. যুক্তিপ্রদর্শন

২। 'শিক্ষার্থীরা পিরামিডের মডেল তৈরি করতে পারবে' - এটি কোন ডোমেইনের উদ্দেশ্য?

ক. জ্ঞানগত
খ. মনোপেশীজ
গ. আবেগিক
ঘ. মূল্যায়ন

৩। কোনটি মনোপেশীজ ডোমেইনের উদ্দেশ্য?
শিক্ষার্থীরা -

ক. মানচিত্র দেয়া থাকলে তা থেকে উপাত্ত টুকে নিতে পারবে
খ. মানচিত্র দেখে সুস্থ দেশপ্রেম প্রদর্শন করবে
গ. মানচিত্র পাঠ করে সম্রাট আকবরের রাজত্বের ব্যাপ্তি নির্ণয় করতে পারবে
ঘ. মানচিত্র কি তা বর্ণনা করতে পারবে

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। খ, ৩। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। কোনটি আচরণিক উদ্দেশ্যের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য? (এর বিবৃতি শিক্ষার্থীর যে আচরণের মাধ্যমে হবে তা অবশ্যই হবে)

ক. চাক্ষুষ ও পর্যবেক্ষণযোগ্য
খ. পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য
গ. পরিমাপযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট
ঘ. নির্দিষ্ট ও পর্যবেক্ষণযোগ্য

২। শিক্ষার উদ্দেশ্য তৈরির সময় শিক্ষার্থীর কোন বিষয়টি উৎস হিসাবে কাজ করে?

ক. পূর্ব অভিজ্ঞতা
খ. বয়স ও শ্রেণী
গ. মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা
ঘ. অর্থনৈতিক চাহিদা

৩। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্বাচনের সময় উদ্দেশ্যের কোন বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় আনতে হয়?

ক. এতে শিক্ষণ ত্বরান্বিত হবে কি না?
খ. শিক্ষণ সাধারণ লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না?
গ. শিক্ষণ-শিখন কার্য সহজ হবে কি না?
ঘ. শিশুর চাহিদা পূরণে সক্ষম কি না?

৪। কোন ক্রিয়াপদ দিয়ে সাধারণ উদ্দেশ্য লেখা যায়?

ক. জানা
খ. সনাক্ত করা
গ. তালিকা তৈরি করা
ঘ. বলতে পারা

৫। মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভব ও কোন কিছু প্রশংসা করা ক্ষমতা কোন ক্ষেত্রটির অন্তর্ভুক্ত?

ক. জ্ঞানমূলক
খ. চিন্তামূলক
গ. আবেগিক
ঘ. মনোপেশীজ

৬। ‘একক পরিবারের চেয়ে যৌথ পরিবার উত্তম-এর যৌক্তিকতা উপস্থাপন করতে পারবে’’ - এটি কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত?

ক. জ্ঞান
খ. বোধগম্যতা
গ. প্রয়োগ
ঘ. মূল্যায়ন

৭। আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ কোন ডোমেইনের অন্তর্ভুক্ত?

ক. জ্ঞানগত
খ. মনোপেশীজ
গ. আবেগিক
ঘ. উপলব্ধি

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ ২। গ ৩। খ ৪। ক ৫। গ ৬। গ ৭। গ